দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 11 DEC 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৭ .....

বিশ্বে নিরক্ষরতা ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহের মানুষ এমন অনেক সমস্যায় জর্জরিত, যার মূলে রয়েছে অশিক্ষা। গণতন্ত্র, উন্নতি, সমাজ প্রগতি, আন্তর্জাতিক শান্তি সম্প্রীতিও বিঘ্নিত হয় জনসাধারণের বিপুল অংশ অশিক্ষিত থাকার কারণে। অশিক্ষিত মানুষ যে অসচেতন থেকে যায় এবং আধুনিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না সেকথা সর্বজনবিদিত। এছাড়া সাম্প্রতিককালে অতি জরুরী পরিবেশ সংরক্ষণের পথে তারা নিজেরাই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে– তাও মূর্তিমান বাস্তবতা। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষাকে সর্বজনীন করা। আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশেই বিভিন্ন কৌশলে নিরক্ষরতা মুক্তির আন্দোলন চলছে। দ্রুত অশিক্ষিত মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টাও চলছে। কিন্তু এসব কার্যক্রমের অগ্রগতি কতটুকু?

গত মঙ্গলবার ঢাকায় জাতিসংঘ শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ দ্য-স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ডস চিল্ড্রেন '৯৯ শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ঢাকায়। মূলত শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করে এ রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, বর্তমান শতকের শেষেও বিশ্বের ৮৫ কোটি মানুষ নিরক্ষর থাকবে। অবশ্য শতাব্দী শেষ হতে আর বেশি বাকি নেই। কিন্তু গত বছর বিশেক ধরেই আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশেও সবার জন্য শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সাক্ষরতা অভিযান ইত্যাদি কার্যক্রমের কথা শোনা গেছে, কিছু কিছু অগ্রগতির কথাও জানা গেছে। কিন্তু তারপরেও যে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিরক্ষর রয়ে গেছে এটাই রূঢ় বাস্তবতা। এই যে বিশ্বের বিপুলসংখ্যক মানুষ নিরক্ষর রয়ে যাচ্ছে শতাব্দী শেষ হলেও, তার কারণ হিসাবে ইউনিসেফ রিপোর্টে যে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তা হলো, এর জন্য দায়ী কম বিনিয়োগ অর্থাৎ যতটা প্রয়োজন ছিল ততটা শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ করেনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারসমূহ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার উপযোগী বয়সের তেরো কোটির বেশি শিশু মৌলিক শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। এই শিশুদের মধ্যে ৭ কোটি ৩০ লাখই মেয়েশিশু। আরও লাখ লাখ মানুষ শিক্ষার নিম্নমানের কারণে খুব কম জানার সুযোগ পাবে। অথচ শিক্ষা ছাড়া মানুষ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে পারে না, স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে পারে না, নিজেকে ও তার পরিবারকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী হতে পারে না। নিরক্ষরতার কারণে সমঝোতা, শান্তি, লিঙ্গ-সাম্য ও সহিষ্ণুতার মনোভাব নিয়ে সমাজে অবস্থান করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের যে কোন সচেতন মানুষই এই ধরনের সমস্যার সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহের সরকার বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানা সত্ত্বেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিছু করতে পারে না অর্থের অভাবে। বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়ন সহযোগী যে সংস্থাগুলো আছে সেগুলোও তেমন সহায়ক ভূমিকা নেয় না। ইউনিসেফের এই রিপোর্টেই বলা হয়েছে, শিক্ষার জন্য দ্বিপাক্ষিক সাহায্যের অঙ্গীকারও তেমন বাড়েনি বরং বিশ্বব্যাংকের মোট সাহায্যের মধ্যে শিক্ষা খাতের অংশ ১৯৯৪ সালের ১০ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে ১৯৯৭ সালে ৪ দশমিক ৮ শতাংশে নেমে আসে। তবে ১৯৯৮ সালে আবার তা ৮ দশমিক ৬ শতাংশে উন্নীত হয়। আইডিএ সহায়তার পরিমাণ ১৯৯৩ সালে ছিল ৪১ কোটি ৭০ লাখ ডলার, ১৯৯৬ সালে তা নেমে যায় ১৩ কোটি ২০ লাখ ডলারে। প্রতিটি শিশুর জন্য শান্তিময় ভবিষ্যত গড়ার জন্য এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে শিক্ষা বিপ্লবকে বিশ্বব্যাপী বাস্তবতায় রূপায়ণের আহ্বান জানানো হয়। ইউনিসেফের এ রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগামী এক দশকে বিশ্বব্যাপী সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত বার্ষিক সাত শ' কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রসাধনী এবং ইউরোপে আইসক্রিমের পিছনে যে বিপুল ব্যয় হয়, এ অর্থ তার চেয়ে কম বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানব-সম্ভাব্যতার বিকাশ এবং ব্যক্তি ও সমাজ পর্যায়ে উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্ববাসীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। ইউনিসেফ শিক্ষার জন্য বিনিয়োগকে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ বলে অভিহিত করেছে এবং বিভিন্ন দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্যোগের অভাব এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার না থাকার কথা উল্লেখ করেছে।

সার্বিকভাবে বিশ্বপ্রেক্ষাপটে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা পরিস্থিতি যে ভাল নয়, তা বলাই বাহুল্য। মাঝে মাঝে কিছু আশাবাদী হওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে, যেমন কিছুদিন আগে মাগুরাকে নিরক্ষরমুক্ত জেলা ঘোষণা করা হলো। তার আগে লালমনিরহাটকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। এসব উন্নয়নমূলক উজ্জ্বল ঘটনার পাশাপাশি কিন্তু অন্ধকার দিকও কিছু আছে। গত মাসে বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল, যারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে তাদের দুই-তৃতীয়াংশের চারটি মৌলিক বিষয়ে দক্ষতা নেই। এ বিষয়গুলো হলো– পড়া, লেখা, মৌখিক অঙ্ক ও লিখিত অঙ্ক। ঐ রিপোর্ট থেকে দেশে শিক্ষার দৈন্যদশা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া বাংলাদেশের মেয়েশিশুরাও যে শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও অবহেলিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নিরক্ষরতার জন্যই যে সমাজপ্রগতি বিঘ্নিত হচ্ছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে ধীরগতিতে– সে কথা এখন সর্বজনবিদিত। সরকারও বিষয়টি সম্বন্ধে অবগত। কিন্তু প্রতিবছর বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ বেশি দেখানো হলেও প্রয়োজনের তুলনায় যে তা অপ্রতুল সেকথা বোঝা যাচ্ছে। কাজেই 'শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ'– ইউনিসেফের এ আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। ইউনিসেফের এ রিপোর্টের ভূমিকায় জাতিসংঘ মহাসচিব শিক্ষা লাভের অধিকারকে মানবাধিকার হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সবার জন্য শিক্ষা– এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোন লক্ষ্য নেই। তাঁর এই প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণের সঙ্গে আমাদেরও একাত্মতা ঘোষণা করে কাজ করতে হবে। শিক্ষার আলোকবর্তিকায় উজ্জ্বল করে তুলতে হবে দেশের প্রতিটি মানুষের জীবন। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রাথমিক পদক্ষেপ হওয়া উচিত নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ।